দৈনিক সংবাদ

016

তারিখ 21 APR 1986

পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

বকেয়া পরিশোধের উপায় উদ্ভাবনে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত

বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী ধর্মঘট প্রত্যাহার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের সাথে সরকারের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারীরা গতকাল রোববার বিকেলে তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন।

দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের আহ্বানে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে শিক্ষকরা সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে গত ১৯শে এপ্রিল থেকে তারা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট এবং ৫১ জন শিক্ষক আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এ পর্যায়ে গতকাল রোববার বেলা সোয়া ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত সচিবালয়ে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর সমন্বয় পরিষদের অন্যতম নেতা জনাব মো: কামরুজ্জামান কমলার রস খাইয়ে শিক্ষকদের অনশন ভাঙ্গান।

চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ কর্তৃক দাবীকৃত বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারীদের ১৯৮৫ সালের জুন থেকে ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংশোধিত জাতীয় বেতন স্কেলের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রদানের বিষয়টি সরকার নীতিগতভাবে অনুমোদনযোগ্য বলে মনে করেন। তবে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বকেয়া

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

ধর্মঘট প্রত্যাহার

(১ম পাতার পর)

প্রদানের বিষয়টির বাস্তব উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সরকার অচিরেই একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চুক্তিতে বলা হয়েছে, ধর্মঘটজনিত কারণে গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের মুক্তি, হুলিয়া ও মামলা প্রত্যাহার, সব রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা সরকার অবিলম্বে গ্রহণ করবেন।

চুক্তিতে বলা হয়, সরকারের সংগে এই মীমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ ধর্মঘট প্রত্যাহার করছে এবং ২৩শে এপ্রিলের মধ্যে সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কর্মচারীকে কাজে যোগদান ও শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাসে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

চুক্তিতে সরকার পক্ষে সই করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী জালাল আহমেদ, সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকে সই করেছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব মো: কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস হেনা দাস। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মো: আবদুন নুর চৌধুরী ও সহকারী মহাসচিব জনাব মো: খলিলুর রহমান ভুইয়া, বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জনাব মো: বদরউদ্দিন হাওলাদার ও যুগ্ম মহাসচিব জনাব মো: শরাফ উদ্দিন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী ঐক্য পরিষদের সভাপতি জনাব মো: হারুন-অর-রশিদ খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ, কে, এম সুলতান আহমেদ।

আলোচনার সময় সরকার পক্ষে অন্যান্যের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন। ধর্মঘট প্রত্যাহারকালে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের নেতা জনাব মো: কামরুজ্জামান বলেন যে, ৩৭ ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট ও অনশন পালন করে শিক্ষকরা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, এই আন্দোলনের ফলে সরকারের টনক নড়েছে। তিনি বলেন, সরকার এতোদিন আমাদের আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেয়নি, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়নি; কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হয়েছে।

আলোচনার ফলাফল উল্লেখ করতে গিয়ে জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, সরকার '৮৬ সালের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত সময়ের জন্য বর্ধিত বেতন স্কেলের শতকরা ৬০ ভাগ এবং '৮৬ সালের জুন থেকে বর্ধিত বেতন স্কেলের শতকরা ৭০ ভাগ প্রদান করবেন। এছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের দাবী বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষ-